সামাজিক সুরক্ষা ও ফ্যামিলি কার্ড

ইমদাদ ইসলাম

বাংলাদেশের কম-বেশি চার কোটি ১৭ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যের কবলে নিপতিত। বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জনের জন্য দারিদ্র্য নিরসন প্রয়োজন। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কম-বেশি ২৮ শতাংশ। দারিদ্র্য কোনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়। এটি একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংকট। দেশের প্রায় ৫৩ লাখ বিধবা নারী এবং কম-বেশি ৪৬ লাখ প্রতিবন্ধী রয়েছে। নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যাও কম নয়। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো না। আমাদের সমাজে ঋণে নিমজ্জিত পরিবার, দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এবং খাদ্য-নিরাপত্তাহীন মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী ও টেকসই নয়। এজন্য বর্তমান সরকার মানবিক, ন্যায়সংগত ও মর্যাদাভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার অঙ্গীকার করছে, যেখানে রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে। সরকার পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' এবং কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মৎস্যচাষি ও প্রাণিসম্পদ খামারিদের 'কৃষক কার্ড' প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

নির্বাচনের আগে বিএনপি 'মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র' গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে নয় দফা অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছিল, তার অন্যতম ছিল ফ্যামিলি কার্ড। নতুন প্রধানমন্ত্রীও ইতোমধ্যে বিভিন্ন জনসভা ও আলোচনায় এই কার্ডের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সরকারের অন্যতম যুগান্তকারী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হলো 'ফ্যামিলি কার্ড'। দলীয়ভাবেও জানানো হয়েছিল প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে এই কার্ড চালু করা হবে, যার মাধ্যমে প্রতি মাসে ২ হাজার ৫০০ টাকা অথবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে এ সুবিধার পরিমাণ বাড়ানো হবে। প্রতি মাসে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে ৫০ লাখ পরিবারের কাছে এই কার্ড পৌঁছে দিতে সরকারের ব্যয় হবে কম-বেশি ১২ হাজার কোটি টাকার মতো। সরকার আগামী ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে দেশের ৫০ শতাংশের বেশি যোগ্য পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

আমাদের প্রথমে জানা দরকার ফ্যামিলি কার্ড আসলে কী এবং এর সুবিধা কী? কারা এ সুবিধা পাবে? ফ্যামিলি কার্ড মূলত একটি বিশেষ ডেটাবেসভিত্তিক পরিচয়পত্র, যার মাধ্যমে যোগ্য পরিবারগুলো নিয়মিত সরকারি আর্থিক অনুদান পাবে। ৪ কোটি ১৭ লাখ প্রান্তিক পরিবারের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫০ লাখ দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করা হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি পরিবারকে বর্তমান সরকার প্রতি মাসে ২ হাজার ৫০০ টাকার আর্থিক সহায়তা অথবা খাদ্য সুবিধা যথা চাল, ডাল, তেল, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দিবে। তবে বর্তমানে শুধু অর্থ দেওয়া হবে। দেশের দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নতুন উদ্যোগ হিসেবে আসছে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি। এখন একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় ১৪টি উপজেলা থেকে একটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডকে বাছাই করা হচ্ছে এবং সেই ওয়ার্ডের প্রতি পরিবারের একজন নারী এই কার্ড পাবেন। এই কার্ডের সুবিধা পাবেন পরিবারের মা বা নারী প্রধান। এর মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে এবং পুরো পরিবার ও আগামী প্রজন্ম এর সুফল পাবে। আগামী চার মাসে পাইলটিং কাজ শেষ হবে। এরপর প্রতিটি উপজেলায় এর আওতায় আসবে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একটি ওয়ার্ডে যে কতজন এই কার্ড পাওয়ার উপযুক্ত হবেন তাদের সবাইকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে। এজন্য মাঠপর্যায় থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। মূলত হতদরিদ্র, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মায়েরা এই সুবিধা পাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে যাচাই বাছাই করে এ তিন ধরনের পরিবার থেকে কার্ড গ্রহীতাদের নাম নিশ্চিত করা হবে। এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কাজ হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে এটা নিয়ে কাজ করেছেন।

এছাড়াও সরকারের সামাজিক সুরক্ষা খাতের বিদ্যমান আওতা সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দ অন্য কোনো খাতে নয়, শুধুমাত্র এই খাতের আওতাভুক্ত খাতগুলোতেই ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে নির্বাচনী ইসতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই খাতে দ্বৈত ভাতা ও অন্যান্য অনিয়ম দূর করে স্বচ্ছতা আনয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা চলছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করার বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ ভাতা ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও ত্রুটিমুক্ত করা হবে। সামাজিক সুরক্ষা সেবার উপকারভোগী নির্বাচন থেকে বাস্তবায়ন ও নজরদারি পর্যন্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের হাতে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হবে। সব নগদ আর্থিক সহায়তা নারীর অথবা পরিবারের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সকল দুঃস্থ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা এবং অসহায় বয়স্কদের ভাতার পরিমাণ মূল্যস্ফীতির নিরিখে বৃদ্ধি করা হবে। বর্তমান সরকার প্রবীণ পেনশনারদের চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচনা করছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইসতেহারে বেসরকারি খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য বার্ধ্যক্যের দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে পেনশন প্রদানের লক্ষ্যে 'পেনশন ফান্ড' গঠন করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য-পীড়িত, দুঃস্থ ও পশ্চাৎপদ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং অবকাঠামোগত সুযোগবঞ্চিত এলাকাগুলো তৃণমূলে জরিপের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে এসব এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে সরকার। সরকারের পরিকল্পনায় আরও অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। এরমধ্যে প্রতিবন্ধী মানুষবান্ধব জাতীয় নাগরিক সেবা গড়ে তোলা অর্থাৎ বাস-ট্রেনে-লঞ্চে বিনা ভাড়ায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের যাতায়াতের বিধান করা। প্রতিবন্ধী মানুষবান্ধব জাতীয় নাগরিক সেবা গড়ে তোলা। জন্মদাতা মা-বাবাকে নির্যাতন ও বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর দুঃখজনক প্রবণতা নিরোধকল্পে পিতা মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ পর্যালোচনা করে এর দুর্বলতাগুলি দূর করা ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা। পিছিয়ে পড়া সমাজের অবহেলিত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অর্থাৎ তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, বেদেসহ আরও যারা আছে এদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসা। ভাসমান ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করা। গৃহকর্মী ও গিগ ওয়ার্কারদের অর্থাৎ ফ্রিল্যান্সার, ফুডপান্ডা, উবার, পাঠাও-এর চালক ইত্যাদির কাজে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে শতভাগ সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসা। হতদরিদ্র এতিম শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভরণপোষণ তহবিল গঠন ও তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ মৌলিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।

২০৪০ সাল ও তার পরবর্তী সময়কালে দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাদেরকে অবহেলা না করে, বরং তাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা, স্বেচ্ছাব্রতী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখা এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতায় রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় রাখা এবং তাদের উন্নয়ন সাধন করার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন খুবই প্রয়োজন। নারী অধিকার, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় অর্জন সহজ হয়। বর্তমান সরকার নারীদের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সুরক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমাজে তাদের সম্পৃক্ততা এবং ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য সকল কর্মকাণ্ডে নারী সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সামাজিক সুরক্ষা কেবল একটি ভাতা কর্মসূচি নয়; এটি রাষ্ট্রের নাগরিকের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার দারিদ্র্য হ্রাস, বৈষম্য নিরসন এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চায়। প্রযুক্তিনির্ভর ডেটাবেস, সরাসরি ডিজিটাল অর্থপ্রদান এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিকল্পিত বাস্তবায়ন, সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন এবং নিয়মিত নজরদারি নিশ্চিত করা গেলে এই উদ্যোগ দেশের সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একটি মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মর্যাদাভিত্তিক সমাজ গঠনের পথে এটি হতে পারে একটি মাইলফলক উদ্যোগ।

#

লেখক: তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার